



সমাপ্তবাল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করতে এবং হিসাব বহির্ভূত লেনদেন বন্ধে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

Posted On: 20 DEC 2017 1:35PM by PIB Kolkata

সমাপ্তবাল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করতে এবং হিসাব বহির্ভূত লেনদেন বন্ধে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলি হ'ল নিম্নরূপ –

১) বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আরও দক্ষতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে ০১.০৭.২০১৫ তারিখ থেকে ব্ল্যাক মানি (আনডিসক্লেজড ফরেন ইনকাম অ্যান্ড অ্যাসেটস) অ্যান্ড ইনপোজিশন অফ ট্যাক্স অ্যাক্ট, ২০১৫ কার্যকর করা হয়েছে।

২) বেনামী লেনদেন (নিষিদ্ধকরণ) সংশোধনী আইন, ২০১৬, পয়লা নভেম্বর, ২০১৬ থেকে চালু করা হয়েছে।

৩) ২০১৪'র মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের দু'জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বকালো টাকা নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই দলটি ৬ বারতাদের রিপোর্ট দিয়েছে।

৪) পানামা পেপার এবং প্যারাডাইস পেপার সংক্রান্ত বিষয়ে সুসমন্বিত তদন্তের জন্য একটি মাস্টি এজেন্সি গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

৫) ২০১৭'র ফেব্রুয়ারি মাসে রাজস্ব সচিব এবং করপোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সচিবেরা যৌথ নেতৃত্বে সেল কোম্পানিগুলির বিষয়ে সিন্ড্রেট নিতে একটি ট্যাক্সফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই ট্যাক্সফোর্স ইতিমধ্যেই ৬ বার বৈঠক করেছে।

৬) অন্যান্য বেশ কিছু আইনগত পদক্ষেপের মাধ্যমে কর ফাঁকি প্রতিরোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে -

৬.১) নগদ লেনদেনের ওপর নজরদারি এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত খবর দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ২ লক্ষ টাকার ওপর কোনও পণ্য বা পরিষেবা বেচাকেনার জন্য প্যান নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৬.২) বিমুদ্রাকরণের পরবর্তী সময়ে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা হ'ল নিম্নরূপ -

২

ক) ২০১৬'র ৯ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকা থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্যান নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়।

খ) ১৯৬২ সালের ইনকাম ট্যাক্স রুলের ১১৪ (ই) ধারা সংশোধন করে ২.৫ লক্ষ টাকার ওপরে কোনও অর্থ সেভিংস অ্যাকাউন্টে এবং ১২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কারেন্ট অ্যাকাউন্টে (২০১৬'র ৯ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) জমা দেওয়া হলে, তা জানানোর জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়।

গ) ২ লক্ষ টাকা বা তার বেশি নগদ লেনদেনের ওপর (আয়কর আইনের ২৬৯ এসটি ধারানুসারে) নিয়ন্ত্রণ, ০১.০৪.২০১৮ থেকে আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুসারে ২ হাজার টাকার ওপর নগদে দান করা হলে কোনও ছাড় পাওয়া যাবে না, কোনও রাজনৈতিক দলকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা ইলেক্ট্রনিক বন্ড ছাড়া ২ হাজার টাকার ওপরে নগদে দেওয়া যাবে না।

ঘ) উল্লিখিত শেয়ার ছাড়া অন্যান্য শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধনী মূল্যায়ন হিসাবের জন্য প্রচলিত বাজার মূল্যকে পূর্ণ মূল্য হিসাবে ধরা হবে।

ঙ) কোনও ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে কোনও ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থাকলে (টাইম ডিপোজিট বা সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট বাদে) প্যান নম্বর অথবা ৬০ নম্বর ফর্ম দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

চ) ২০১৭'র পয়লা জুলাই থেকে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার ক্ষেত্রে এবং নতুন প্যানের জন্য আবেদন করতে হলে আধার সংযোগকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৭) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ক) বিভিন্ন ধরনের করের তথ্য সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় তথ্য বিনিময়ের জন্য ব্রিডশি সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা ও যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে। ৩০.০৬.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ১৪৮টি দেশের কর তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত চুক্তি রয়েছে।

খ) ২০১৭ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর সংক্রান্ত চুক্তি বিনিময়ের জন্য ৪৮টি দেশগোষ্ঠীর নতুন বিশ্ব মানক ব্যবস্থায় ভারত যোগ দিয়েছে।

গ) কর ফাঁকি এবং এভিডে চলার প্রবণতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে উৎস-ভিত্তিক কর আরোপ করার জন্য ভারত মরিশাস ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে কর চুক্তি সংশোধন করেছে।

৮) কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিরোধের উদ্যোগ

৮.১) প্যান ও ট্যান সংখ্যাকে এমসিএ-এর পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭'র মার্চ থেকে কোম্পানিগুলির আবেদনের ক্ষেত্রে একদিনের (৯৫ শতাংশ ৪ ঘণ্টার মধ্যে) মধ্যে ই-প্যান কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

৩

৮.২) করপোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৯) বিমুদ্রাকরণের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

২০১৬'র ৮ নভেম্বর বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর অঘোষিত সম্পদ খুঁজবের করা এবং বাজেয়াপ্ত করার জন্য আয়কর দপ্তর বহু ধরনের কৌশল গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে – উচ্চ মানের গোয়েন্দা ব্যবস্থা, উচ্চ বুকের আয়করদাতা ও ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, পেশাদার পদ্ধতিতে আয়কর ফাঁকি প্রতিরোধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য অপরাধীদের বিবত করা এবং তদন্তের ক্ষেত্রে সংহতি আনার ব্যবস্থা। এই ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলি হ'ল নিম্নরূপ -

৯.১) এনফোর্সমেন্টের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

ক) ২০১৬'র নভেম্বর থেকে ২০১৭'র মার্চ পর্যন্ত আয়কর দপ্তর ৯০০টি গোষ্ঠী গঠন করে তন্মশি অভিযান চালিয়েছে, এর ফলে ৯০০ কোটি টাকার সমতুল্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রায় ৬০৬ কোটি টাকার নগদ অর্থ আটক করা হয়েছে এবং ৭ হাজার ৯৬১ কোটি টাকার অঘোষিত আয় শীকৃত হয়েছে।

খ) এই একই সময়কালে ৮ হাজার ২৩৯টি সমীক্ষা চালিয়ে ৬ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকার অঘোষিত আয় চিহ্নিত করা হয়েছে।

৯.২) ২০১৭'র ৩১ জানুয়ারি আয়কর দপ্তর অপারেশন ব্লিন মানি চালু করেছে

ক) ১৭.৭০ লক্ষটি সন্দেহজনক ক্ষেত্রে ২০.২২ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা চিহ্নিত হয়েছে।

খ) ১৬.৯২ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য ১১.১৮ লক্ষ ব্যক্তির কাছ থেকে অনলাইন উত্তর পাওয়া গেছে।

গ) ২০১৭’র দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘কম্পিউটারের সহযোগিতায় স্ক্রুটিনি ব্যবস্থা’য় ২০ হাজার ৫৭২টি আয়কর রিটার্নকে পরীক্ষার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। বিমুদ্রাকরণের সময়কালে যেসব ব্যক্তি ২৫ লক্ষ টাকার ওপরে নগদ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে, অথচনিদিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করেনি, এই ধরনের ১ লক্ষ ১৬ হাজার ২৬২ জনকেআয়কর বিভাগ নোটিশ পাঠিয়েছে।

8

৯.৩) প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা, ২০১৬

ক) কর আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী) ২০১৬ কার্যকর করে অঘোষিত আয়ের ওপর উচ্চ হারেবরের লেভি ধার্য করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রকল্পে কোনও ব্যক্তি সারচার্জ ওপেনার্শি সহ অঘোষিত আয়ের ওপর ৫০ শতাংশ কর দিয়ে তাঁর আয় ঘোষণা করতে পারবেন। এছাড়া,তাঁর অঘোষিত আয়ের ২৫ শতাংশ ৪ বছরের জন্য বিনা সুদে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ ডিপোজিট স্কিমে জমা রাখতে হবে।

খ) প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার আওতায় ২১ হাজার ব্যক্তি ৪ হাজার ৯০০কোটি টাকার অঘোষিত আয় ঘোষণা করেছেন। এ থেকে ২ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা কর রাজস্ব আদায় হয়েছে।

১০) আয় ঘোষণা প্রকল্প, ২০১৬

এই প্রকল্পের আওতায় ৭১ হাজার ৭২৬ জন ৬৭ হাজার ৩৮২ কোটি টাকার অঘোষিত আয় ঘোষণা করেছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি লোকসভায় এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

(Release ID: 1513287) Visitor Counter : 8

